নোবিপ্রবি ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, *নোয়াখালী*

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, স্বজনপ্রীতি, অবকাঠামো নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ক্রয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় ও জেলা শহরের মাইকিংয়ে অভিভাবক ও সচেতন নাগরিক লিফলেট বিতরণ করেছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ১৯ জুন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিসির বৈঠক হয়। বৈঠকে শিক্ষকরা ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললে হট্টগোল শুরু হয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ভিসি প্রফেসর একেএম সাঈদুল হক চৌধুরী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। এনুষদের ডিন ড. আবুল হোসেনকে আহ্বায়ক করে পিএসটিই বিভাগের প্রধান কেলাল হোসাইন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রকৌশলী জামাল উদ্দিনসহ ৩ সদস্যের এ তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ওই কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশ দেন। সম্প্রতি ভিসির ভর্তি, নিয়োগ বাণিজ্য, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, ফার্মেসি বিভাগে তার ভাগ্নে মেহেদি হাসানকে (রোল নং-ASH 1103017M) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করে ভর্তি করা এবং ট্রেজারার ও কন্ট্রোলার নিয়োগ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ নিয়ে যুগান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ বিভিন্ন মহলে তোলপাড় শুরু হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের নজরে এলে ভিসির বিরুদ্ধে চলতি বছরের ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি ২ দিনব্যাপী মঞ্জুরি কমিশনের সিনিয়র সদস্য ড. মহবুবুল খানকে আহ্বায়ক করে ডেপুটি সেক্রেটারি ফেরদাউস জামান তুহিন ও ড. আবুল হাসেমসহ ৩ সদস্যের কমিটি নোবিপ্রবি ভিসির বিরুদ্ধে তদন্ত করে। তদন্তে ভিসির ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, আউটসোর্সিং, অবকাঠামো নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ক্রয়, ভুয়া ভাউচার, ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়ে রিপোর্ট জমা দেন।

শিক্ষকরা জানান, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগের পর থেকে ভিসি ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, অবকাঠামো নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ ক্রয়, ট্রেজারার, কন্ট্রোলার ও পিএস নিয়োগ না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। গত ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ফার্মেসি, ফিশারি, ইংরেজি ও বাংলা ১৪টি বিভাগে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকার ভর্তি বাণিজ্য করেছেন। এ ছাড়া ওই লিফলেটে উল্লেখ করা হয়েছে মাস্টার রোলে নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছ থেকে ভিসি ২ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা, সহকারী রেজিস্ট্রার পদে ১৫ লাখ টাকা, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পদে ৫ লাখ টাকা, সিস্টেম এনালিস্ট পদে ৫ লাখ টাকা, সেকশন অফিসার পদে ৫ লাখ করে টাকা নিয়ে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ দিয়েছেন। ডেপুটি রেজিস্ট্রার আলমগীর সরকারের পিএইচডি ভুয়া সনদে ৫ লাখ টাকা ও তার ভাই ড. জাহাঙ্গীর সরকারের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা, ফিশারিজ ও মেরিন সায়েন্স বিভাগে প্রভাষক রবিউল হাসান রনির কাছ থেকে ৭ লাখ টাকা নিয়ে নিয়োগ দিয়েছেন।

যেসব শিক্ষক ভিসির অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করেন ওইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভিসি তার সমর্থক ছাত্রদের লেলিয়ে দেন। অপরদিকে প্রটির জাহাঙ্গীর সরকারের মাধ্যমে ভিসির সমর্থক ছাত্রদের পরীক্ষার হলে নকল করার সুযোগ দেন। সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮-১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, ভিসির বিরুদ্ধে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, অবকাঠামো নির্মাণ অনিয়ম, আউটসোর্সিং, ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে সম্প্রতি সচেতন নাগরিকরা প্রতিটি বিভাগীয় প্রধানের কাছে চিঠি দেয়। এসব অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি, অনিয়ম, মেধাশূন্য ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অশনি সংকেত। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর একেএম সাঈদুল হক চৌধুরী তার বিরুদ্ধে ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্য, অবকাঠামো নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগে লিফলেট প্রচার হয়েছে বলে স্বীকার করেন।

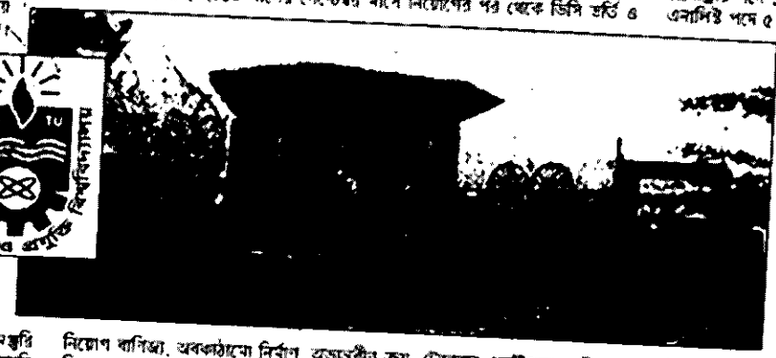

তারিখ ... 26 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...